অনুরাগীদের চোখে কিশোর

কিশোরকুমারের মৃত্যুতে গোটা শিল্প জগৎ শোক বিহ্বল। কিশোরের আকস্মিক মৃত্যুর আঘাতে তাঁর বন্ধু, সতীর্থ, সহকর্মী ও অনুরাগীরা মর্মাহত। এই দুঃসংবাদের পর আমাদের প্রতিনিধিরা যাঁদের কাছে গিয়েছিলেন এখানে তাঁদের প্রতিক্রিয়া এবং কিশোর সম্পর্কে তাঁদের নিজস্ব মূল্যায়নের কথা এখানে বলেছেন।

কিশোর একটা নতুন স্টাইলের উদ্ভাবন করেছেন —সলিল চৌধুরী

কিশোরকুমারের সঙ্গে সংগীতশিল্পী তথা সংগীত পরিচালক সলিল চৌধুরীর প্রথম পরিচয় হয় চিত্রপরিচালক বিমল রায়ের মাধ্যমে। সেটা ১৯৫৪ সালের কথা। বিমলবাবুর 'নোকরী' ছবির সংগীত পরিচালনা করছিলেন সলিলবাবু। কিশোরকুমার ছিলেন ওই ছবির নায়ক। নায়িকা ছিলেন শীলা রমানী। সলিলবাবু 'নোকরী' ছবিতে নেপথ্য শিল্পী হিসেবে কিশোরকুমারকে দিয়ে গান গাইয়েছিলেন। ওই ছবির পর সলিলবাবুর আরও অনেক ছবিতে অবশ্য কিশোর গান গেয়েছিলেন। কিশোরকুমার কী ধরনের শিল্পী ছিলেন সেই প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সলিলবাবু বললেন, 'এক কথায় বলতে গেলে কিশোর ছিলেন ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর অসাধারণ কানের গুণ ছিল এবং মেধা ছিল তাঁর অসাধারণ। একটা গান, অর্থাৎ গানের সুর একবার শুনেই তুলে নিতে পারতেন। কোন নোটেশনের প্রয়োজনই হত না। প্রসঙ্গত কিশোরকুমারের সঙ্গে আমার সাক্ষাতকারের কথাটা উল্লেখ করার লোভ সামলাতে পারছি না। কিশোর ছিলেন 'নোকরী' ছবির নায়ক। বিমল রায় চেয়েছিলেন নায়কের কণ্ঠের গান কিশোরই গাইবেন। কিশোর গান গাইতে পারেন, এটা আমি জানতাম। কিন্তু তখনও পর্যন্ত কিশোরের গান আমার স্বকর্ণে শোনা হয়নি। তাই আমার একটু দ্বিধা ছিল। কথাটা বিমলদাকে জানালাম। বিমলদাও যথারীতি কিশোরকে কথাটা জানালেন। যার সোজা অর্থ হচ্ছে—ছবিতে গান গাওয়ার আগে 'আমি কিশোরের গান শুনতে চাই। বিমলদার মুখেই শোনা, এতে কিশোর নাকি অভিমানবশত একটু আহত হয়। যাই হোক, কিশোর এলেন, গান শোনালেন। ওঁর গলায় গান শুনে আমি খুশি। ও 'নোকরী' ছবির গান শুনলো, যে গানগুলো ওঁকে ছবিতে গাইতে হবে। যেমন, 'ছোটা সা ঘর হোগা বাদলোঁ কী ছাঁওমে' কিংবা 'মুন্না বড়া প্যারা'। গান শুনে তো একেবারে পাগল, মানে ও যেমন করে থাকে। এবং আমিও মুগ্ধ, চটজলদি গানের সুর রপ্ত করা দেখে।

'শুধু কি এই ক্ষমতার জোরেই কিশোর এতো জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন ?

'তা ঠিক নয়। কিশোর যে এতো জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন তার মূল কারণটা হচ্ছে : আধুনিক যুগের যুবমানসের কণ্ঠের প্রতিভূ বলতে যা বোঝায় কিশোর ছিলেন ঠিক তাই।'

'তাহলে আপনি বলতে চান—আজকের যুবমানস যা চায়—কিশোর তাদের ইচ্ছাপূরণ বা মানসিক তৃপ্তি দিতে কার্পণ্য করেননি ? এ প্রসঙ্গে একটা কথা কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত, যুবমানসের সব চাহিদাই কিন্তু গুণগত দিক দিয়ে, মানে সাংগীতিক ক্ষেত্রে, সার্থক নাও হতে পারে। কিশোরকুমারের গানের ক্ষেত্রে এ সম্বন্ধে কি আপনার কিছু বলার আছে ?'

'মিউজিকে যে ভালগারিটি এসেছে, অর্থাৎ যাকে আমরা বলছি 'অবক্ষয়ী সংগীত' সেই গানেও কিশোরের কণ্ঠকে ব্যবহার করা হয়েছে। এতে অবশ্য কিশোরের দায় থেকে সংগীত পরিচালকদের দায়িত্বটাই বেশি।'

'এতো কথার পরও কিন্তু ব্যাপারটা পরিষ্কার হল না—শিল্পী হিসেবে কিশোরকুমারের স্থান নিরূপণ কীভাবে আপনি করছেন ? আপনি বলছেন, অসাধারণ মেধা এবং কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন কিশোর। কিন্তু—'

'হ্যাঁ, অসাধারণ কণ্ঠ ছিল কিশোরের, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কণ্ঠ থাকলেই তো আর সব কিছু হয় না। তবে একথা বলবো—কিশোরের যদি শাস্ত্রীয় সংগীতের শিক্ষাটা থাকতো, তাহলে কিশোর অন্য এক কিশোর হয়ে উঠতেন। জনপ্রিয়তা দিয়ে বিচার নয়, সাংগীতিক গুণগত সৌকর্যে কিশোর তাহলে সহজেই মহম্মদ রফির স্থানে পৌঁছোতে পারতেন। তবে, সংগীতশিল্পী হিসেবে যদি কিশোরের মূল্যায়ন করতে হয়, তাহলে এটাই হয়তো সঙ্গত হবে—যদি বলি : কিশোর একটা নতুন স্টাইলের উদ্ভাবন করেছেন—যেটা পপ-স্টাইলের খুব কাছাকাছি। এক্ষেত্রে ওঁর ধারেকাছে পৌঁছোবার মতো কেউ ছিল না। একথা আমি জোরের সঙ্গেই বলতে পারি।'

'আপনি তো কিশোরকে নিয়ে অনেক ছবিতে কাজ করেছেন। আপনি তো জানেন, কিশোর ছিলেন বড় মজার মানুষ। কিশোরের এই 'মজা' করাটা অনেকের ধারণায় এক ধরনের 'পাগলামি'। কিশোরের সঙ্গে কাজ করতে করতে, এই ধরনের কোন মজার ঘটনা বা পাগলামির মুখোমুখি কি আপনাকে কখনো হতে হয়েছে ?'

—'হ্যাঁ, তা অবশ্যই হয়েছে। এবং একাধিকবার। তখন আমি 'অন্নদাতা' ছবির মিউজিক করছি। কিশোরকুমার আমার বাড়িতে এসেই গানের সুর তুলে নিতেন। এই ছবির দুটো গান খুব হিট হয়েছিল। একটা কিশোরকুমার গেয়েছিলেন একা। আর একটা ডুয়েট, সবিতার (সবিতা চৌধুরী) সঙ্গে। 'গুজর যায়ে দিন দিন' গানটার তখন রিহার্সাল চলছিল মুখোমুখি আমি আর কিশোর বসে গানের রিহার্সাল দিচ্ছি। হঠাৎ কিশোর লাফিয়ে আসন ছেড়ে নিচে ঠিক আমার পায়ের কাছে এসে বসে পড়ল। হঠাৎ কী হল জানবার আগে কিশোর নিজেই বলতে লাগলেন—দাদা এ গান তো আপনার পায়ের নিচে বসেই শেখা উচিত। কিশোর যে তাঁর স্বভাবগত পাগলামি জুড়ে দিয়েছেন, এটা বুঝতে আমার অসুবিধা হল না। আরে কী করো, কী করো, বলতেই আবার একটা গুল, মানে গুল শুনিয়ে ছাড়লো আমাকে। বললেন : দাদা আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি। স্বপ্নটা হচ্ছে আপনি একটা গান আমাকে শেখাচ্ছেন। আমি কিছুতেই পারছি না। ভয়ে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছি। আপনি আমার পিছু ধাওয়া করেছেন। এমনি সব ঘটনা আর কী!'

'এছাড়া ?'

মান অভিমানের পালাও চলতো মাঝেমাঝে। মাঝেমাঝে ভুল বোঝাবুঝিও হয়েছে। যেমন : সত্তর সালের প্রথম দিকের একটা ঘটনা। বাসু ভট্টাচার্যের 'আনন্দ মহল' নামে একটা ছবির সংগীত পরিচালনার কাজ করছি। ওই ছবিতে যেশুদাসকে দিয়ে আমি একটা গান করাই। এর আগে, একটা ছবির গানের জন্য কিশোরকে বলেছিলাম। যে কোন

কিশোর

তিনমূর্তি

কিশোর, লতা ও অমিত

'তিনমূর্তি' রেকর্ডিং-এ শক্তি ঠাকুর, কিশোর, শৈলেন্দ্র সিং ও আর ডি বর্মন

কারণেই হোক, সেই ছবিতে কিশোর গাইতে পারেননি। কিশোর ধত্ত নিয়েছিলেন বাসুবাবুর ছবিতে যেশুকে দিয়ে গান গাইয়ে আমি প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করেছি। ব্যাপারটা অবশ্য আদৌ তা ছিল না। অনেকদিন এই ভুল বোঝাবুঝি বা মান অভিমানের পালা চলে। এবং এক সময় কিশোরের সেক্রেটারি আব্দুল সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা হয়। এই ব্যাপারটা যে আদৌ প্রতিশোধমূলক নয় সেটা আব্দুলকে বুঝিয়ে বলি। আব্দুলের মুখে সব কথা শুনে কিশোরকুমার তো ভল। সব মান অভিমান আর ভুল বোঝাবুঝির পালা শেষ হয়ে যায় 'সেই মুহূর্তেই।'

'কিশোরকুমারকে দিয়ে আপনি কি কখনো কোন রাগপ্রধান গান গাওয়াবার চেষ্টা করেছেন?'

'ঠিক পুরোপুরি রাগপ্রধান নয়, তবে আমার অধিকাংশ গানই একটু সিরিয়াস ধরনের। কেবল, একটু কঠিন ধরনের বলা যায় মিশ্র রাগের কিছু কাজ সমৃদ্ধ গান 'মেরে অপনে' ছবিতে গেয়েছেন কিশোর। গানটার একটা কলি হচ্ছে : 'কই হোতা জিসকো আপনা কহেলেতে প্যারে। পাস নেহী তো দূর হী হোতা লেকিন কই মেরা অপনা।' গানটা কিশোর এতো সুন্দরভাবে গেয়েছিলেন, আমি বলতে গেলে রীতিমতো মুগ্ধ।'

'রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রে কিশোরকুমারের স্থান আপনার কাছে কোন পর্যায়ে? একটু তুলনামূলক বিশ্লেষণ করবেন কি?'

'রবীন্দ্রসংগীত ওঁর কণ্ঠে একটা অন্য ডায়মেনশন এসেছে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিশোর ছিলেন উদাত্ত কণ্ঠের অধিকারী। হেমন্তদা (হেমন্ত মুখোপাধ্যায়) এবং সমরেশ রায়ের কাছে এ বিষয়ে তাঁর শিক্ষার আগ্রহ লক্ষ্য করেছি। সেটা খুবই প্রশংসনীয়। তবে, পংকজ মল্লিক, দেবব্রত বিশ্বাস এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত যে রূপ পেয়েছে, তাঁর সঙ্গে কিশোরের রবীন্দ্রসংগীতের তুলনা চলে না। যদিও তাঁর কণ্ঠের গুণে গানগুলো উৎরে গেছে চমৎকারভাবে।

সাক্ষাৎকার : সন্তোষ দত্ত

কিশোর

ছেলের বিয়েটা দেখে যেতে পারলো না—বাসু চ্যাটার্জি

'আমি দাদামণি, অনুপ সবাইকে নিয়ে সন্ধ্যাবেলা টিভি শুটিং করছিলাম। 'ভীম ভবানী' বলে একটা ছবির পাইলট তৈরি হচ্ছে। চেম্বুরের এস এন স্টুডিয়োতে কাজ করছিলাম। দুঃসংবাদটা সেখানেই পাই।

কিশোর আমার বহু ছবিতে গান করেছে, আমার বন্ধুর মতো বলতে গেলে। আমার চেয়ে মাত্র ছয় মাসের ছোট। ভাবতেই পারছি না, এই অল্প বয়সে ও চলে গেল। কী আর বলার আছে আমার। দাদামণি খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে মুষড়ে গেলেন। অনেকক্ষণ পর শুধু একটি কথা বেরলো তাঁর মুখ দিয়ে—'কিশোর মরে গেল!' জিজ্ঞাসা, অবিশ্বাস ও আশ্চর্য হবার ভাব কথার স্বরে, চোখে, মুখে। হাতের লাঠি দুবার মাটিতে ঠুকলেন। সম্পূর্ণ ডিজেক্টেড মনে হলো। অনেক কষ্টে তিনি গাড়িতে উঠে চলে গেলেন। আমরা সবাই শুটিং বন্ধ করে দিলাম।

কিশোরের ছেলে অমিতের বিয়ের আয়োজন চলছিলো। ছেলের বিয়ে নিয়ে ওঁর কত সাধ ছিলো, কত কিছু ভেবে রেখেছিলো। রুমা কলকাতায় পাত্রী ঠিক করেছিলো বলে শুনেছিলাম। এত আশা করেছিলো, অথচ ছেলের বিয়েটা দেখে যেতে পারলো না।'

সাক্ষাতকার : সলিল ঘোষ

এত অল্প বয়সে কেন চলে গেল?—হৃষীকেশ মুখার্জি

বিমূঢ় অবস্থায় নিজের ঘরে বসেছিলেন হৃষীকেশ মুখার্জি। টেবিলের ওপর থেকে চশমাটা তুলে নিয়ে চোখে পরতে পরতে বললেন, —'কী আর বলবো! এক ক্ষণজন্মা প্রতিভা চলে গেল আমাদের দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে। কী আমুদে আর রগুড়ে লোক না ছিলো কিশোর! ঊনিশশো একান্ন সালে আমরা দুজনে বোম্বেতে আসি। সেই থেকে আমার সঙ্গে ওঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। শুধু যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তাও তো নয়, আমরা প্রায় একই পরিবারের লোক! গাঙ্গুলি পরিবার আর আমরা। আমার প্রথম ছবি 'মুসাফির', তিনটে গল্প নিয়ে ছবিটা তৈরি করেছিলাম। তাতে কিশোর গান ও অভিনয় দুটোই করেছিল। আর আমার শেষ ছবি, শেষ কিনা জানিনা এখনও, 'লাঠি'-র জন্য এই সেদিন ওঁর গান রেকর্ড করলাম। আর কী আশ্চর্য! দাদামণির জন্মদিনেই ওঁর মৃত্যু হল। আমি দাদামণির ফোন পেলাম।

প্রথমেই আমি বললাম, 'হ্যাপি' বার্থ ডে টু দাদামণি। অপর দিক থেকে দাদামণির উত্তর এলো, 'কিশোর আর নেই।' আমি দাদামণির কাছ থেকেই খবরটা প্রথম পাই। এখন মনে হচ্ছে কিশোর এত অল্প বয়সে কেন চলে গেল। আমি ওঁর চাইতে আট বছরের বড় হয়েও, নানারকম রোগে জর্জরিত হয়েও চালিয়ে যাচ্ছি। আমি ভাবছি দাদামণির কথা। কিশোরের কাছে দাদামণি শুধু বড় ভাইই নয়, পিতৃতুল্য অভিভাবক বলে তাঁকে মনে করত। প্রায় আঠারো বছরের বড়। দাদামণিও ভীষণভাবে ভেঙে পড়েছেন। আমি কিশোরকে পাগলাবাবু বলে ডাকতাম। সেও আমাকে একই নামে ডাকতো আর ওঁর ছেলে আমার কাছে নফরবাবু। এই হলো জীবন। পঞ্চম কাঁদছিল অঝোরে। ওঁকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলাম, বোঝালাম ইয়ে হ্যায় জিন্দগী'—কিশোরের সেই বিখ্যাত গান।

সাক্ষাতকার : সলিল ঘোষ